শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত

বিজ্ঞাপন।

কৃতাঞ্জলিপুটে সুধীগণ সমীপে মম আবেদন এই যে আমি "মোহিনী মোহন,, নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকটিত করিতেছি, যদিও মদীয় ভুল এবং অল্প-মতি ব্যক্তির পক্ষে এবিষয় অতিশয় দুরূহ তথাপি স্বকপোল কল্পনা সংশোধনার্থে ইহাতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর যদিও ইহার রচনা প্রণালী আদিরস ঘটিত, কিন্তু আমার সঙ্কল্প তাহা নহে, শেষ রচনা পাঠেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক। এইক্ষণে পাঠক মহাশয় দিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যন্ত একবার পাঠ করিলে আমার পরিশ্রম সফল হয়, নিবেদন ইতি।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং কৃষ্ণনগর নূতন সড়ক।

মোহিনী মোহন

ব্রহ্মস্তোত্র।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

প্রণমামি বিশ্বপতি, বিশ্বাত্মা বিশ্বের গতি,
বিশ্বরূপ বিশ্বের আধার।
হে ত্রাতঃ পরাৎপর, বিশ্বাধিপ বিশ্বকার,
নিত্য নিরাময় নির্বিকার॥
বিরাজিত চরাচর, অনন্ত অজরামর,
নিরঞ্জন নিখিল কারণ।
বিভু বিশ্ব নিকেতন, আদি ব্রহ্ম সনাতন,
গুণাতীত ত্রিলোক তারণ॥
বিচিত্র তোমার কার্য্য, আহা মরি কিবাশ্চর্য্য,
বর্ণাতীত বর্ণনে অপার।

নিজে গুণহীন হয়ে, [illegible] গুণ লয়ে,
তব পদে কোটি নমস্কার॥
অপাদ সর্ব্বত্র যাও, অকর্ণ শুনিতে পাও,
চক্ষু বিনা চাহ সর্ব্বদেশ;
অদ্বিতীয় নাম ধর, সর্ব্বভূতে বাস কর,
প্রভু তব মহিমা অশেষ॥
ইঙ্গিতে করিয়া দৃষ্টি, সৃজন করিলা সৃষ্টি,
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
ওহে প্রভু গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
দিনহীনে দেহ পদছায়া॥
নিরাধার নির্ব্বিশেষ, [illegible] [illegible],
স্থিতি সংহার কারণ।
[illegible] সদা দয়াময়, [illegible] দীন বেদে কয়,
কৃপা কর কলুষ বারণ॥
মনো মোর [illegible], সদা [illegible] বিষয় রতি
চরণের গতি নাহি চায়।
দুর্নিবার ধনতৃষ্ণা, কমিতে নাহি পারে কৃষ্ণ,
বল মোরে কি হবে উপায়॥

সতত অসার ধ্যানে, [illegible]র নিত্য জ্ঞান,

সত্য তত্ত্ব কিছু নাহি করে।

ত্যজিয়া অমৃতরস, প্রকৃতির পরবশ,

প্রকৃত পুরুষে নাহি ধরে ॥

সতত পামর মনঃ, হারা হয়ে জ্ঞান-ধন,

ভ্রমেও না ভাবে পরমার্থ।

হয়ে বাসনার বশ, অসার ইন্দ্রিয় রস,

সেবনেতে হয় চরিতার্থ ॥

কুপথে সর্ব্বদা রত, ধরমের গতি পথ,

নাহি ভাবে হইয়া অলস।

গভীর আশা সাগরে, ডুবিল কুকর্ম্ম ঘোরে,

কণ্ঠে করি কলুষ কলস ॥

শুন হে করুণানিধি, তরিতে সংসার নিধি,

তরণী সে চরণ তোমার।

তুমি নাথ অন্তর্যামী, পরম পাতকী আমি,

কৃপা করি কর ভবে পার ॥

জয় জয় জগদীশ, পরমাত্মা পরমীশ,

অবিদ্যা তিমিরে কর নাশ।

দীনের দুর্গতি হয়, অভিলাষ পূর্ণ কর,
এই ভিক্ষা চাহি তব পায় ॥

গ্রন্থারম্ভ।

দীর্ঘত্রিপদী।

চন্দ্রপুর নামে গ্রাম, দীনবন্ধু রায় নাম,
তথা নাম রাজা গুণধর।
সর্ব্বশাস্ত্রে গুণাকর, সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপর,
সুবিচারে ধর্ম্ম মূর্ত্তিধর।
প্রতাপে দ্বিতীয় সূর্য্য, বিক্রমেতে মহাবীর্য্য,
ধনশালী কুবেরের সম।
অট্টালিকা স্বর্ণময়, হেন মনে ভান হয়,
কৈলাস অপেক্ষা মনোরম ॥
মাতঙ্গ রথ তুরঙ্গ, আছে সৈন্য চতুরঙ্গ,
অসংখ্য বর্ণিতে নাহি পারি।
দেউড়ি ভিতরে বসি, আছে কত ব্রজবাসী,
অস্ত্রশস্ত্র তরবারি ধারি ॥

মোহিনী মোহনা

মোহিনী নামেতে কন্যা, রূপে গুণে মহিধন্যা,

ছিল সেই রাজার কুমারী।

কি কহিব রূপ তার, বর্ণনে তাহা অপার,

এক মুখে কহি না পারি॥

শত মুখ যদি হই, রূপের শতাংশ কই,

নাহি হেরি সে রূপ স্বরূপ।

হেরি তার মুখশশী, প্রমাদ গণিয়া শশী,

লাজ ভয়ে হইল বিরূপ॥

হেরি নাসা তিলফুল, চঞ্চু নয়ে খগকুল,

কাননে পলায় পেয়ে লাজ।

জড়িত বেশর তায়, মরি কিবা শোভা পায়,

গজমতি তাহাতে বিরাজ॥

অঞ্জনে শোভিত আঁখি, হেরিয়া খঞ্জনপাখী,

গঞ্জনা পাইল মনে মনে।

বিষাদ গণিয়া অতি হইয়া চঞ্চল মতি,

কুরঙ্গী প্রস্থান করে বনে॥

ভুরুভঙ্গি হেরিয়া তার, ফুলধনু চমৎকার,

নত শিরে নমস্কার করে।

পুরিয়া কটাক্ষ বাণ, যাহারে করে সন্ধান,
অমনি তাহার প্রাণ হরে ॥
বিড়ম্বিত বিম্বফল, লোহিত ওষ্ঠ যুগল,
আহা মরি কিবা শোভা পায়।
হেন অনুমান করি, যেন অমৃত লহরী,
আছে পরিপূর্ণ কিবা তায় ॥
সুন্দর দন্তের পাতি, বদনে বিকাশে ভাতি,
জিনিয়া নির্ম্মল মুক্তামালা।
দেখিয়া তাহার হাস্য, মনেতে জানি উদাস্য,
অদ্যাপি সে চপলা চঞ্চলা ॥
চিকুর হেরিয়া ঘন, মনে ভাবি নবঘন,
চাতকিনী জীবন উল্লাসে।
গাইছে বাঁশি সে স্বরে, সভৃঙ্গে ভ্রমণ করে,
সদা তার চিকুরের পাশে ॥
বাহু অতি সুলোলিত, অভরণে সুশোভিত,
করপদ্ম তাহাতে প্রকাশে।
হেরিয়া নখের শোভা, হারায়ে আপন প্রভা,
তারা তারা ঘুরিছে আকাশে ॥

পয়োধর হেরি উচ্চ, গিরিবরে ধরি তুচ্ছ,
শোভা পায় হৃদয় কমলে।
বিদারে দাড়িম্বকুল, শিহরে কদম্বকুল,
পদ্মকলি ঝাঁপ দিল জলে॥
মধ্যদেশ হেরি ক্ষীণ, অভিমানে হয়ে ক্ষীণ,
অন্তরে পাইয়া অতি লাজ।
বাঁধিয়া চর্ম্মের ধটী, ডমরু কশিছে কটি,
কাননে পলায় পশুরাজ॥
নাভিপদ্ম মনোহর, যেন সুধা সরোবর,
মৃণালেতে খেলিছে তরঙ্গ।
সে পদ্ম সুধার তরে, গুণ গুঞ্জরব করে,
নিরন্তর ভ্রমে কত ভৃঙ্গ॥
নিবিড় নিতম্বধাম, দেখিলে উপজে কাম,
গতি ছলে কাঁপে মৃদুমন্দ।
হেরি সুবলিত উরু, করিবর রম্ভাতরু,
উভয়ে বাধিল ঘোর দ্বন্দ্ব॥
চরণ রাজীবরাজে, রতন নূপুর বাজে,
গজরাজে নিন্দা করে গতি।

ল কাল কবলে নিপতিত হইয়া সংসার লীলা সংবরণ করিলেন। রাজা এবং মহিষী নির্ম্মলা শশিকলা সদৃশা স্বীয় দুহিতা মোহিনীর বৈধব্য দশাবলোকনে অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, পতি-বিয়োগ-বিধুরা মোহিনী দিন যামিনী একাকিনী নির্জ্জনে নিরাসনে মনে মনে বিরহ বিষাদিতা এবং মুকুলিতাক্ষি হইয়া রোদন করেনঃ সংসার অসার জ্ঞান, জীবনে যাতনা বোধ, দেহ অবহনীয় ভার মাত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজ্ঞী এবং সখীগণ মোহিনীকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা প্রদান করেন, এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইল। একদা বসন্তকাল সমাগমে সহকার তরু মুঞ্জরিত হইলে, মলয়ানিল মধুমল্লিকা মধুময় পরিমল হরণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইলে, অলিকুল বিকসিত কমলিনীর হৃদয় বিলম্বিত কোমলদলান্তর্গত মকরন্দ পানে আনন্দিত হইয়া ঝঙ্কারচ্ছলে বসন্তরাজের গুণঃ

নুবাদন করিলে, বসন্তানুচর পিকবর তরুশা খাবলম্বনে মুক্তকণ্ঠে মদনপাঠ করতঃ বিরহিণী জনের বিরহানল উদ্দীপিত করিলে, চিরবিরহিণী নৃপনন্দিনী মোহিনী উপবন ভ্রমণাভিলাষিণী হইয়া জনক জননীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা এবং রাজরাণী উভয়ে, সম্মত হইলে রূপকুমারী কতিপয় সহচরী সহ দিব্যাহারে উপবন বিহারার্থে নির্গতা হইলেন

পয়ার।

অপর শুনহ সবে অপূর্ব্ব কথন।
মোহন নামেতে এক সাধুর নন্দন।
সাজাইয়া সপ্ত তরী বিবিধ রতনে।
বাণিজ্য করিয়া সাধু ফেরে নানা স্থানে॥
কিছু দিনে চন্দ্রপুরে উপনীত হয়।
ঘাটেতে বাঁধিল তরী সাধুর তনয়॥
নিকটে দেখিয়া এক বনা উপবন।
ভ্রমণ করিতে যায় তাহার ভিতর॥

বিপিন মাঝারে ...

হরিয়া কানন শোভা হইল উদাসী ॥

ফলে ফুলে তরুকুলে আছে সুশোভিত।

কোন তরু হইতেছে নবপল্লবিত ॥

পক্বপর্ণ ভূতলেতে পড়িছে খসিয়া।

পাখী সব করে রব শাখায় বসিয়া ॥

আমার শুনিয়া শীস শিহরিছে অঙ্গ।

... কোকিল রবে উথলে অনঙ্গ ॥

... নীলকণ্ঠ করিতেছে ধ্বনি।

শাখায় বসিয়া নাচে খঞ্জন খঞ্জনী ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে সাধুর তনয়।

দেখিবারে পায় রমণীয় জলাশয় ॥

নানাবিধ পক্ষীগণ কেলী করে জলে।

রাজহংস রাজহংসী খেলে কুতুহলে ॥

...বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি।

...পর তীর নীর শোভা করে অতি ॥

...জপুষ্পেতে শোভা করে সরোবর।

...রবে অলি তাহে গুঞ্জে নিরন্তর ॥

সকুল ফলকুষ্কিত লতাকুঞ্জ, বিবিধ জলজ পুষ্পা ঢ্য, কেলিপর কলহংসরবাকুলিত নির্ম্মল জল পূর্ণ সরোবর বিকসিত পুষ্পমালালঙ্কৃত ভ্রম রাকুল অশক্ত পুষ্পকানন ইত্যাদি অবলোকন করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যব সরে রাজপুত্রী দেখিলেন বিংশতিবর্ষ দেশীয় পরম সুন্দর এক যুবাপুরুষ অনতিদূরবর্ত্তী বকুল মূলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বিনোদিনী মো হিনী সেই যুবা পুরুষের কমনীয় কান্তি অনিমিষ লোচনে বারম্বার অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতার কি অলৌকিক সৃষ্টি! আমি এতাদৃশ পরম সুন্দর রূপনিধি কখন দেখি নাই, আজি অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে নয়ন যুগল চরিতার্থ হইল। এইরূপে মোহিনী আত্মজ্ঞানশূন্যা হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় মোহ নের মোহিনী মূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া সম ভিব্যাহারিণী সঙ্গিনীগণকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন।

মনে অনুমানি, ঐ গুণমণি,
মানব নহে কখন।
গগণের শশী, ভূতলেতে খসি,
পড়িয়াছে কি কারণ॥
পুনঃ ভাবি মনে, তাহা হবে কেনে,
কলঙ্ক থাকিত তবে।
এ নব রতন, কলঙ্ক বিহীন,
রতিপতি বুঝি হবে॥
পুনঃ ওলো সখি, ভাবিতেছি সে কি,
সে প্রহারে পঞ্চবাণে।
কিন্তু এই জন, পুরিয়া সন্ধান,
কোটি কামবাণ হানে॥
আলো লো ও সখি, ও রূপ নিরখি,
আঁখি ফিরাইতে নারি।
উপায় বলনা, করি কি ছলনা,
ঐ চিতচোরে ধরি॥
দেনা দেনা সখি, ধরে ঐ পাখী,
রাখি হৃদয় পিঞ্জরে।

হিংস্র পক্ষিণী, হংস হংসিনী,
ছিলেছিল তেজ।
চকোর চকোরী চাঁদ পেয়ে,
হেরে বনবাসীগণ॥

প্র।

অনন্তর রঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে বন মধ্যে পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক গমন করাতে তৎকালে এক প্রকার অশ্রুত পূর্ব্ব ভূষণ শব্দ সমুৎপন্ন হইল। রাজনন্দন অদ্ভুতপূর্ব্ব সুমধুর অলঙ্কারধ্বনি শ্রবণে বিস্ময় চকিত লোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে, দেখিতে পাইলেন যে, সৌদামিনী সদৃশা কতিপয় ভামিনী কামিনী অরণ্যানী মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, এবং তাহাদিগের সঙ্গে একটি ষোড়শ বর্ষীয়া অসামান্য লাবণ্যময়ী পরম রূপবতী নবীন যুবতী পরিভ্রমণ করিতেছে। রাজকু-

অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করিলে কৃতার্থ হই। রাজকুমার নম্রভাবে কহিতে লাগিলেন, আপনারা আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করাতেই আমি বিশেষ অনুগ্রহীত হইয়াছি, এক্ষণে শুনুন। আমি বিজয়পুর নিবাসী গুণরাশি নামক শ্রেষ্ঠির পুত্র, নাম মোহন, বাণিজ্যোদ্দেশে গমন করিতে করিতে অদ্য এই নগরীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, নিকটে মনোহর এই অরণ্যালোক দেখিয়া তরণী রাখিয়া চিত্তবিনোদনার্থে এই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাধুসুত এইরূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। ক্রমে রাজকুমারী ও শ্রেষ্ঠিকুমার উভয়ের নয়নে নয়নে সঙ্গতী হওয়াতে কুলনন্দিনী অনঙ্গোপদেশানুসরণে মুখ বিকাশ প্রভৃতি নানাবিধ চিত্তাকর্ষক অনঙ্গবিলাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উভয়েই উভয়ের রূপদর্শনে বিমোহিত হইয়াছেন দেখিয়া, কন্দর্প শরাসনে পুষ্পশর সন্ধানপূর্ব্বক উভয়কেই বাণপাতের পথবর্ত্তী

করিলেন। সাধুকুমারের অঙ্গে রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল প্রকা পাইতে লাগিল। এবং রাজকুমারীও অনঙ্গশরে জর্জরিতা হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। সখীগণ রাজকুমারীর পূর্ব্ব রাগজনিত বিষম স্মরদশার আবির্ভাব দেখিয়া সাধুপুত্রকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মোহিনীকে মনুষ্যবাহ্যযানারোহণে অন্তঃপুরাভিমুখে লইয়া চলিলেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

লাগিয়া মোহন শর, অচেতনা কলেবর,
মোহিনীরে হেরি সখীগণ।
ব্যাকুল অন্তর হয়ে, সযতনে যায় লয়ে,
ত্বরা করি আবাস ভবন॥
আনিয়া নলিনীদল, শয্যা পাতি সুকোমল,
তদুপরি করায়ে শয়ন।
শীতল চন্দনবারি অঙ্গে দেয় কোন নারী,
কেহ করে চামর ব্যজন॥

কছু কাল নৃপসুতা, থাকি মুর্চ্ছা অভিভূতা,
স্পন্দহীন নির্জীবের প্রায়।
হইল চৈতন্যোদয়, মূর্চ্ছা হল অপনয়,
চক্ষু মেলি চারি দিকে চায়॥
সখীগণে ডাকি পাশে, কন মৃদু মৃদু ভাষে,
নীরে ভাসে নয়ন কমল।
শুন সহচরী, বুঝিবা পরাণে মরি,
অবশাঙ্গ কিছু নাহি বল॥
উপায় বলনা মোরে, মন যে মনোজ শরে,
জ্বলে যায় উহু মরি মরি।
তাহে বিচ্ছেদ বাতাস, বাড়ে মদন হুতাশ,
প্রাণ যায় কি করি কি করি॥
যে দিকে আঁখি ফিরাই, কিছু না দেখিতে পাই,
মোহন মোহিনী রূপ বই;
দুখের অনল প্রায়, হিয়া মোর জ্বলে যায়,
কি হলো কি হলো ওলো সই॥
না হেরে সে নটবরে, প্রাণ যে কেমন করে,
কহিয়া জানাব সখী কারে।

মণিভ্রষ্ট ফণি যেন চারি দিকে চায়।
দুনয়নে বহে ধারা জলধর প্রায়॥
কিবা রূপ অনুরূপ লাগিল নয়নে।
প্রাণ যায় একি দায় অকস্মাৎ বনে॥
কি হইল কোথা গেল সে মোহিনী রূপ।
না হেরে তাহারে বাড়ে সন্তাপের কুপ।
কিবা রূপ হেরিলাম স্বপনের প্রায়।
বিরহবাণেতে এবে হৃদি ফেটে যায়॥
বিধিরে তোমার সনে ছিল এত বাদ।
কারণে বধ প্রাণে একি পরমাদ॥
অকরুণ বিধি তব নিদারুণ মন।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হান কি কারণ॥
সাধে সাধে বিষাদ সাধিলি কেন বিধি।
কেনবা হরিয়ে নিলি মিলাইয়া নিধি॥
পুনঃ কি হেরিব তারে হবে শুভোদয়।
নয়ন জুড়াব আর জুড়াব হৃদয়॥
এইরূপে নানামতে অনুতাপ করি।
শন্য মনে যায় যথা আছে নিজ তরী॥

নির্জ্জনে বসিয়ে ময়ে বিশাদিত মন।
মোহন মোহিনী রূপ ভাবে অনুক্ষণ॥
জিজ্ঞাসিলে কেহ কিছু উত্তর না পায়।
পক্ষিগণে ভাবে মনে একি হলো দায়॥

গদ্য।

ক্রমে দিবাবসান হইল, অহর্পতি রক্তিমারূপ ধারণপূর্ব্বক অস্তাচলোদ্দেশে গমন করিলে, দিনমণির প্রণয়িণী নলিনী মলিনী ও মুকুলিতমুখী হইলে, মন্দ মন্দ সন্ধ্যা সমীরণ হিল্লোল কুমুদিনীর কর্ণকুহরে সুধাংশুর আগমন বার্ত্তা বিতরণ করত প্রফুল্লিত করিলে, প্রবল রাজবাঞ্ছা মোহিনীর বিরহভারাক্রান্তহৃদয় দুর্ব্বিসহ মদনসন্তাপে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রজনী সমাগতা হইল, পূর্ব্বদিকে সুধাকরের কিরণ প্রকাশ নয়নগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন পূর্ব্বদিক বধূ প্রিয়সমাগম জনিতাপ্যায়নে মত্তা হইয়া দশন

বিকাশ করত মন্দ২ হাসিতেছে, অনন্তর শনৈঃ শনৈঃ ধ্বান্তাপহারী দ্বিজরাজ স্বীয় দারা তারা গণ পরিবেষ্টিত হইয়া সুধাময় দীধিতি বিস্তারণ পুরঃসর যামিনীর পরম রমণীয়তা সম্পাদক হইত গগনপথে উদিত হইলে, সুধাকরের সুধা সম কিরণ স্পর্শে নৃপদুহিতার মদনানল দ্বিগুণ তর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন রাজকন্যা অশান্ত বিচেতনপ্রায়া ভূতলে পড়িলেন, সখী গণ বিষম সঙ্কট উপস্থিতাবলোকনে ভয় বিহ্বল হইয়া নৃপকুমারীর বদনে এবং নয়নে সলিলসেচন পূর্ব্বক শীতল জলাদ্র কদলীদল দ্বারা বীজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিনীর মোহাপনয় হইলে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন, সখীগণ নিঃশব্দে পার্শ্বে বসিয়া অনিষ্টাশঙ্কায় সকাতর মনে ম্লান বদনে দীননয়নে রোদন করিতেছে, অনন্তর অবিরল বিগলিত জলধারা কুল লোচনে গদ্গদবচনে সখীদিগকে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! আমার জীবিত থাকা

আজ্ঞা বলিয়া রাজবালার নিকট হইতে বিদায় হইয়া সাধুকুমারের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন।

এদিকে শঙ্কিতনয় রাজনন্দিনী মোহিনীর বিভ্রম বিলাসশালী মনোহারিণী মূর্ত্তি ভাবনায় নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া সংজ্ঞা শূন্যপ্রায় নির্জনপ্রদেশে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজকুমারীর পরিচারিকা চন্দ্রাবতী তথায় উপনীত হইল। সদাগরনন্দনের তাদৃশী বিষম অবস্থা দর্শনে চন্দ্রাবতী মনেং বিবেচনা করিতে লাগিল, নৃশংস মন্মথের কি আশ্চর্য্য মোহন শক্তি, একবার উঁহার শরপাতের পুরোবর্ত্তী হইলে আর ভদ্রস্থ নাই, সামান্য জনেরত কথাই নাই, নির্ম্মল জলতুল্য পরমপূত সুচেতা জনগণেরও অন্তঃকরণ উঁহা কর্ত্তৃক কলঙ্ক পঙ্কে কলুষিত হইয়া যায়। ইনি রাজকন্যার বিরহ পথবর্ত্তী হইয়াই এবংপ্রকার কাতর হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। ইত্যাকার নানা প্রকার ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রাবতী সাধুনন্দনের নিকট

মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, মকরধ্বজ সৌভাগ্যক্রমে আমার ন্যায় তাহাকেও সন্তপ্ত করিয়াছে, আর চিন্তা নাই আমার মনোভীষ্ট ফলোন্মুখ হইয়াছে। অনন্তর চন্দ্রাবতীকে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখী আমিও সেই প্রাণেশ্বরীর সমাগম ব্যতিরেকে আর জীবন ধারণ করিতে পারি না, এক্ষণে যাহাতে প্রাণরক্ষা হয় তাহার উপায় কর। চন্দ্রাবতী বলিল মহাভাগ! আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি, নৃপনন্দিনী বিনোদিনী মোহিনী প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আপনার আগমন পথাবলোকন করিয়া আছেন। এতচ্ছ্রবণে সাধুকুমার আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া শুভ সম্বাদের পারিতোষিকস্বরূপ চন্দ্রাবতীকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক তরণীস্থিত অন্য অন্য লোকদিগকে কহিলেন, আমার অনাগমন কালপর্য্যন্ত তোমরা তরণী লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে চলিলাম। এই বলিয়া বিদায় লইয়া সমাগমো

চিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ কামনায় সমুৎসুক মনে চন্দ্রাবতীর সম ভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

পয়ার।

এদিকে মোহিনী ধনী সচঞ্চল চিত
পথ নিরক্ষিয়ে আছে হয়ে আশ্বাসিত।
কতই ভাবনা মনে ভাবে নিরবধি
অবহেলা করি পাছে না আসেন যদি॥
কিম্বা যদি চন্দ্রাবতী দেখা নাহি পায়।
কেমনে বাঁচিব তবে কি হবে উপায়॥
কতক্ষণে আসিবেন সেই গুণনিধি।
হেরিয়া সে চন্দ্রমুখ যুড়াইব হৃদি॥
এই রূপে আছে ধনী ব্যাকুলিত মন।
হেনকালে চন্দ্রাবতী দিলা দরশন॥
রূপবান যুবা বেশে সাধুর তনয়।
মোহিনীর রূপে আসি হইল উদয়॥

জলধির জল যথা হেরি শশধরে।
উথলিয়া উঠে পেয়ে সুধাময় করে॥
চাতকিনী নবঘন হেরিলে যেমন।
সেই রূপ মোহিনীর হরষিত মন॥
সম্ভ্রমে সখীগণ সাদর সম্ভাষে।
সাধুর তনয়ে সবে স্বাগত জিজ্ঞাসে॥
স্বর্ণঝারি পূরি বারি দিলা নারীগণ।
করিলা সাধুর সুত পদ প্রক্ষালন॥
উঠিয়া বসিল সাধু পালঙ্ক উপর।
কোন সখী কাছে আসি ঢুলায় চামর॥
সযতনে কোন সখী আনি সুশীতল।
দিতেছে সাধুর অঙ্গে চন্দনের জল॥
গাঁথিয়া বিচিত্র রূপে মালতীর হার।
কেহ আনি দেয় গলে অতি চমৎকার॥
নানাবিধ মিষ্ট অন্ন পাত্র পূর্ণ করি।
কাছেতে আনিয়া দিল কোন সহচরী॥
জলপান করি সাধু শ্রান্তি দূর করে।
কোন সখী তাম্বূল আনিয়া দিল করে॥

হা মাত্র মন চুরি করিল সে জন।
তাহারে বিশ্বাস করি করিয়া কেমন॥
শুনিয়া তোমার কথা বাড়িল সংশয়।
চোর হয়ে সাধু বলি দেহ পরিচয়॥
কহিছে সাধুর সুত একি অকারণ।
কটাক্ষেতে মন মোর করিলা হরণ॥
আপনি করিয়া চুরি মোরে চোর ধর।
বিদেশী দেখিলে বুঝি এইরূপ কর॥
অনুমানে মনে মনে বুঝিনু সকল।
...রূপে দোঁহে কয় বচন কৌশল॥
...নাইয়া বিনোদিনী কহিতেছে কথা।
...ন গুণধাম মম দুঃখের বারতা॥

দীর্ঘত্রিপদী।

...তরে কহিছে ধনী, শুন শুন গুণমণি,
নিবেদন করি তব পায়।

শুনে সাধুর তনয়, বিনয় বচনে কয়,
বিনিমূলে কিনিলে আমায়।
হইয়া কিঙ্কর তব, নিরবধি কাছে রব,
সেবিব তোমার রাঙ্গা পায়॥
নতান্ত শরণাগত, নাহি ভেব অন্য মত,
দীনহীনে জেন প্রিয়ে তব।
শুন শুন বিনোদিনী, তুমি ফুল্ল কুমুদিনী,
চাঁদ সম চক্ষে চক্ষে রব॥

গদ্য।

অনন্তর এইরূপে উভয়ের বাকবৈদগ্ধী হইতে হইতে রাত্রি দুইপ্রহর হইল। চন্দ্রমা সংপূর্ণমণ্ডল বেশ ধারণপূর্ব্বক গগন মধ্যবর্ত্তী হইয়া সুধাসিক্ত করদ্বারা কুমুদিনীর গাত্রস্পর্শ করিলে, কুমুদিনীও বল্লভের সমাগম লাভে আনন্দনীরে ভাসমান হওত ফুল্লমুখী হইলে, তৎ প্রতিবাসিনী বিরহিণী কমলিনী নলিনীর স্বামী সৌভাগ্য সুন্দ

লঘোপহংসায় প্রত্যাগ্রায়া হইলে, কোকিলদল কুঞ্জ কানন মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় আসীন হইয়া কামিনীজন মনমোহন স্বরে ঝঙ্কার প্রদান করিলে, কন্দর্প সুযোগ বুঝিয়া, শরাসনে আকর্ণপূরিত কুসুমবাণ সন্ধানপূর্ব্বক, সাধুকুমার ও নৃপদুহিতা উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনঙ্গের উভয়েই অনঙ্গ পীড়ায় অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন দেখিয়া, সখীগণ কামান্তর প্রদেশে প্রস্থান করিল। বণিককুমার রাজকুমারীকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, রাজবালে! নৃশংস মন্মথের নিশিত শরাঘাতে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, দেখ দেখ আমার দেহ অবসন্ন, তাপিত, এবং হৃৎকম্প হইতেছে, তোমার [illegible] হইয়াছে তুমি রক্ষা না করিলে প্রাণ রহিবে এই বলিয়া কম্পান্বিত নৃপকন্যার যুগল করকমল ধারণ করিলেন।

লঘুচৌপদী।

ওহে বিমোহিনী, ওহে গুণমণি, তব কথা শুনি,
সরম লাগে।
কয়ে নৃপবর, করি যোড় কর, সাধে নিজ কর,
প্রজার আগে॥
অসম্ভব অতি, হয়ে লক্ষপতি, জানায় দুর্গতি,
দরিদ্র পাশে।
শুনিনি অমরে, মরণের ডরে, পূজা করে নরে,
আয়ুর আশে।
এক শুনি আর, অতি চমৎকার, হেরি অন্ধকার
সভয়ে রবি।
পড়িয়া শঙ্কটে, কৃতাঞ্জলিপুটে, খদ্যোত নিকটে
যাচিছে ছবি॥
এবা কোন বিধি, হয়ে জলনিধি, পিপাসাতে
হৃদি, ফাটিয়া যায়।
আসি ধীরে ধীরে, সরোবর তীরে, পান করি
নীরে, প্রাণ বাঁচায়॥

সেইরূপ তব, শুনি কথা সব, একি অসম্ভব,
মরি যে লাজে।
ওহে মহামতি, হৃদয়ের পতি, হইয়া মিনতি,
এত কি সাজে ॥
ওহে প্রাণধন, জীবন যৌবন; সব সমর্পণ,
তোমার করে।
হৃদে ভাণ্ডার, তব অধিকার; কেন তার আর,
আমার তরে ॥
বলে বিনোদিনী, ওহে গুণমণি, আমি কুমুদিনী,
তুমি সে শশী।
শুন শুন প্রাণ, সুধা কর দান, করি রূপ পান,
হৃদয়ে পশি ॥
কহে হাসি হাসি, আমি তব দাসী, প্রেম অভি-
লাষি, সরজী প্রায়।
তুমি গুণাকর, হয়ে মধুকর, সুখে পান কর,
মধু তাহায় ॥
শুনিয়া বচন, সাধুর নন্দন, হরষিত মন,
কহিছে হাসি।

দলো প্রাণপ্রিয়ে, জুড়াইল হিয়ে, বাঁচালে
বিনায়ে, করুণা রাশি ॥
মদনের শর, হয়ে খরতর, হৃদয় উপর,
বিঁধিল মম।
কাম পারাবার, করিবারে পার, হৃদয় তোমার
তরণী সম ॥

গদ্য।

অনন্তর এই প্রকারে উভয়েই উভয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া অনাস্বাদিতপূর্ব চিরপ্রার্থিত মদন মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন। ক্রমে বিভাবরী অপগতপ্রায় হইল, কুমুদকুল বল্লভ রত্নাকরোদ্ভব শশধর হতপ্রভ হইয়া ম্লানমুখে অস্তগমন করিলেন কুমুদিনী নিজ কান্তের একান্ত মলিনাবলোকনে বিরহিতান্তরে নিমীলিত নেত্রা হইল, কমলকুল প্রফুল্লোন্মুখ হইল, পূর্ব্বদিগ্ললনার ঈষৎ লোহিতবর্ণ হইলে বোধ হইল যেন পূর্ব্বদিগঙ্গনা স্বীয় পতি

অংশুমানের আগমন সময় সমাগত দেখিয়া অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপনকরত বেশ বিন্যাস করিয়াছে, বিরহকাতরা চক্রবাকীর বিরহান্তর সূচনা নিমিত্তই যেন কোকিলগণ কুহুরব করিল, সাধু কুমার প্রভাত সময় অবলোকনে প্রিয়তমা সন্নিধানে সকাতর বচনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে দেখ দেখ নিশানাথ চন্দ্রমা অস্তগমন করিলেন, আর রাত্রি নাই আমাকে তরণীপ্রদেশে প্রস্থান করিতে হইবে। এতৎ শ্রবণে রাজকন্যা কহিতে লাগিলেন, হে জীবিতেশ্বর তুমি কোন প্রাণে এতাদৃশ পরুষ বাক্য কহিলে, তুমি কখন যাইতে পাইবে না, আমার এই অন্তঃপুরমধ্যে সুখে বাস কর আমি নিরবধি তোমার চরণসেবা করিব। শ্রেষ্ঠিতনয় কহিলেন প্রাণেশ্বরী তুমি রাজকন্যা, তোমার অন্তঃপুর মধ্যে আমি কি প্রকারে বাস করিব। রাজকন্যা কহিলেন নাথ আমার অবরোধ মধ্যে সখীগণব্যতিরেকে আর কেহই নাই এবং অন্য ব্যক্তিরও আসিবার সম্ভাবনা নাই,

কেবল জননী মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন, অত
এব যাহাতে তুমি এস্থানে অবস্থিতি করিতেপার
তাহার সদুপায় করিতেছি। অনন্তর উভয়ে
ইত্যাকার কথাবার্তা হইতেছে, এবংভূত সময়ে
সখীগণ ক্রমে২, শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক
মোহিনীর আবাসগৃহে উপনীতা হইল। সহচরী
চন্দ্রাবতী মোহিনীকে সম্বোধন করত কহিল,
কেমন প্রিয়সখী এইক্ষণে তোমার মদনসন্তাপ
নিবৃত্ত হইয়াছে কিনা, মোহিনী লজ্জাবনতমুখ
হইয়া মৃদুমধুর সম্ভাষণে কহিলেন, হাঁ সখী তোম
রা যাহার সহকারিণী তাহার বিরহসন্তাপ শান্তি
হইবে তাহাতে সন্দেহ কি। যাহা হউক সখী
আমি তোমাদের প্রসাদাৎ অপার বিরহ পারা
বার উত্তীর্ণ হইলাম কিন্তু এক্ষণে যাহাতে পুন
বার সেই দুঃখে নিপতিত না হই তাহার পন্থা
কর। রাত্রিপ্রভাত অবলোকনে সাধুসুত অত্যন্ত
উতলা হইয়াছেন, অতএব যাহাতে নিরুদ্বেগে
এস্থানে অবস্থান করিতে পারেন তাহার উপা .

কন্যা। চন্দ্রাবতী কহিল নৃপনন্দিনী উৎকণ্ঠিত হইও না, আমি তোমার চিত্তচোরকে রমণীবেশে এইস্থানে রাখিব সে জন্য কিছু মাত্র চিন্তা নাই।

পয়ার।

চন্দ্রাবতী কহে শুন রাজার কুমারী।
রাখিব নাগরে তব সাজাইয়া নারী॥
বস্ত্র অভরণ কিছু আনি দেহ মোরে।
দেখ দেখি বিধুমুখী সাজাই নাগরে॥
শুনিয়া মোহিনী ধনী হরষিত মন।
আনি দিল নানাবিধ কাঞ্চনাভরণ॥
বিচিত্রিত পট্টশাটি কাছে দিল আনি।
সহচরী মোহনেরে সাজায় কামিনী॥
নাসাগ্রে তিলক দিল অতি শোভাকর।
ভালেতে সিন্দুরবিন্দু পরম সুন্দর॥
সুবর্ণ বেশর আনি জড়িত রতনে।
নাসিকাতে পরাইয়া দিলেক যতনে॥

গজমোতি কণ্ঠমালা পরাইল সুখে।
ধিক ধিক করে স্বর্ণ ধুকধুকি বুকে॥
জোড়াইল করে দিয়া নানা অলঙ্কার।
কটিতে কিঙ্কিণী দিল অতি চমৎকার॥
স্বর্ণহারে চন্দ্র হারে যেন প্রভাকর।
পরাইয়া দিলা সাধে নিতম্ব উপর॥
বাজনূপুর দিয়া সাজায় চরণ।
এইরূপে পরাইল নানা আভরণ॥
বসনে রঞ্জিয়া কুচ অতি মনোহর।
কাঁচলি করিয়া দিল হৃদয় উপর॥
শোভা করে কুচযুগ যেন পদ্মকলী।
আঁটি দিল তদুপরি লাক্ষার কাঁচলি॥
মোহনে মোহিনী রূপ হেরি রামাগণ।
পুলকে পূর্ণিত হৈল সবাকার মন॥
অপরূপ রূপ হেরি রাজার নন্দিনী।
সখীগণে সম্বোধনে কহে বিনোদিনী।

তোটকছন্দ ।

জাহ্ রঙ্গিয়া [illegible] ।
হেন রূপ স্বরূপ নাহি ভুবনে ।।
খগচঞ্চু বিনিন্দিত দীর্ঘ নাসা ।
কিবা ভালে প্রকাশ্য সুহাস্য হাসা ।।
কমলাক্ষে নেরঙ্গে কটাক্ষ করি ।
কি মাধুর্য্য সুসঙ্গ অধৈর্য্য হেরি ।।
আঁখিভঙ্গি সুরঙ্গি কুরঙ্গী জিনি ।
যেন কুন্তল শোভিছে সৌদামিনী ।।
সম কামধনু শোভে নেত্রভুরু ।
কিবা ওষ্ঠ বিনাঙ্কিত বিম্বগুরু ।।
ললিত বাহু করপদ্মে সাজে ;
নীর মধ্যে মৃণাল লুকায় লাজে ।
কুচ পদ্মকলী হৃদিপদ্মে শোভে ।
তাহে গুঞ্জে অলি মকরন্দ লোভে ।।
হেরি ক্ষীণতনু শোভে মধ্যদেশ ।
লাজে সিংহ করে বিবরে প্রবেশ ।।

লেন, প্রোভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোল সংস্থাপন পূর্ব্বক বিমর্ষিতান্তঃকরণে রোদন করিতেছেন এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, হায়! আমার তুল্য নৃশংস ধরণীতলে অতি বিরল আমি প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ স্নেহপূর্ণ পিতা মাতার স্নেহপাশ ছিন্ন করতঃ কুহকিনীর দুর্ব্বিপাক কুহক জালে নিপতিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয় সেবায় আচ্ছন্ন এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হও ত কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। তরুণীই বা কোথায় বা আমার অনুপস্থিতে কি করিতেছে, যাহা হউক আমি নিতান্ত নির্লজ্জ এবং পাপ রত। এক্ষণে আমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি জানিনা উহাতেই বা কি পর্য্যবসিত হইবে। রাত্রি শেষে যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা নিতান্ত নির্ম্মূলক নহে, আমার কোন আসন্ন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, মোহান্ধতা প্রযুক্তই বুঝিতে পারিতেছি না সন্দেহ নাই। মহাপুরু

...তা বন্ধু বান্ধবদিগকে দর্শন নিমিত্ত মন অ...
...ন্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই রো...
...ন করিতেছি। রাজকন্যা শুনিয়া কহিলেন, হাঁ
অবশ্যই প্রিয়জন বিরহে মন সন্তপ্ত হয়, অতএব
...জন্য রোদন করিবার আবশ্যকতা কি? ইহা
...ন্য কোন শুভ দিন স্থির করিয়া বাটী গমন
...র্বক আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ ক...
...ত বিরহ সন্তাপ শান্তি করিতে পারিবে তাহার
...দ চিন্তা কি? আপাততঃ রোদনে ক্ষান্ত হও,
...মি তোমার বিকশিত মুখকমল মলিন দেখি...
...া চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি। ইত্যাকার নানা
...কার সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দান করতঃ সাধু...
কুমারের বদনে ও নয়নে সলিল সেচন পূর্ব্বক
স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা নেত্রজল মোচন করিয়া
...লেন। সাধুপুত্র প্রবোধ বাক্যে শান্ত হইয়া
...ান ভোজনাদি সমুদায় নিত্য ব্যাপার সম্পন্ন
করত নানা কৌতুকামোদে দিনাতিপাত করি...

কিবা দোষ কেন রোষ অধীনের প্রতি ।
একি দায় প্রাণ যায় কাঁদালো যুবতি ॥
তৃষিত চাতক আমি তুমি নবঘন ।
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ বিনা বারিষণ ॥
যদি কিছু অপরাধ করে থাকি প্রাণ ।
দণ্ড দেহ হানি তব কটাক্ষের বাণ ॥
হৃদয়ে চাপিয়া ধর কুচগিরি তর ।
বাহুপাশে বাঁধ আর যে হয় মনের ॥
দেখ নিশি ও প্রিয়সি হাসি কথা কহ ।
সহজে না পারি আর যাতনা দুঃসহ ॥
গগনের শশি দেখ অস্তাচলে চলে ।
অপমান কর মান মম প্রাণ জ্বলে ॥
ধরি পায় নারি হায় রাখ দায় প্রাণ ।
ক্ষম দোষ ত্যজ রোষ দেহ মান দান ॥
আজি দেখ তুমি প্রাণ কাঁদে প্রাণ মম ।
সহেনা সহেনা আর যাতনা বিষম ॥
হেনরূপে সাধুসুত সাধিল বিস্তর ।
নানারূপে মোহিনীর না পায় উত্তর ॥

গর্ভলক্ষণ নৃপকুমারীর অঙ্গে স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। সহচরীগণও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারিল মোহিনী গর্ভিণী হইয়াছেন। অনন্তর তাহারা সকলেই অত্যন্ত ভেবিত্ব এবং শঙ্কান্বিত হইয়া পরস্পর মধ্যে বহুতর ভাবনা ও বিতর্ক করিতে লাগিল।

পয়ার।

সখিগণ দিবানিশি সভীত অন্তরে।
মোহিনীর গর্ভ কথা কানাকানী করে॥
পরস্পর বলে সখি একি হল কাল।
রাজা রাণী টের পেলে ঘটাবে জঞ্জাল॥
না বুঝে ঠাকুর কন্যা খাইলেন মাথা।
কি জানি কপালে কিবা লিখেছে বিধাতা॥
চন্দ্রাবতী বলে সখি ভাবিতেছি তাই।
মরিতে মরিব আমি শঙ্কা কিছু নাই॥

গত্য।

একদা মোহিনী ভোজনান্তে মন্দির মধ্যে শয়ান হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে, রাজ্ঞী স্বীয় তনয়া মোহিনীকে সন্দর্শন লালসায় কন্যান্তঃপুর মধ্যে আগমন করিলেন। মোহিনীর সখীগণ সম্মান পুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে নিরুক্তিহ্বা হইয়া পদাবনত হওত একে একে প্রণাম করিল, এবং কামিনীবেশধারিণী নাগর-নন্দনও সহচরীগণের ইঙ্গিতানুসারে মহিষীকে প্রণাম করিলেন। রাণী অপরিচিত কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, এটি কে? চন্দ্র-রশ্মী বিনীত বচনে কহিতে লাগিল, ইনি আপনার এক জন পৌরকন্যা অল্প বয়সেই পতিহীনা হইয়াছেন এক্ষণে রাজকন্যার আশ্রিত, তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন, এবং অনুগ্রহ পূর্বক সখী মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন,—ইহাঁর নাম কামিনী। অনন্তর মহিষী জিজ্ঞাসিলেন মোহিনা কোথায়, সখীগণ কহিল তিনি ভোজনান্তে

মন্দির মধ্যে নিদ্রা যাইতেছেন অনুমতি হইলে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করি। রাণী কহিলেন না নিদ্রা ভঙ্গ করিবার আবশ্যকতা নাই, আমিই স্বয়ং যাইতেছি। এই বলিয়া রাণী মোহিনীর মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে স্থানে মোহিনী নিদ্রা যাইতেছিলেন সেই পর্য্যঙ্কের পার্শ্ব ভাগে উপবিষ্টা হইলেন, এবং দেখিলেন মোহিনী অচেতনে নিদ্রা যাইতেছেন, রাণী স্নেহ বিকসিত লোচনে মোহিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পর্য্যবলোকন করিতে লাগিলেন। মহিষী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, সুতরাং মোহিনীর অঙ্গ লক্ষণ দর্শনে তাঁহার মনোমধ্যে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিল। দেখিলেন অঙ্গে রতিচিহ্ন সকল স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, বর্ণ পাণ্ডু হইয়াছে ইত্যাদি দ্বারা কন্যার গর্ভলক্ষণ অনায়াসে বুঝিলেন। অনন্তর মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কন্যা যৌবন যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া বুঝি কোন অপাত্রে পদার্পণ করিয়া

...কোরক কি দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত, যাহা, ...কি ইহার বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে ... ইত্যাকার নানা প্রকার সন্দেহদোলায় ...মন মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল. কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ...পার্শ্বে জননীকে উপবিষ্টা দেখিয়া সস্ত্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জননীর পদারবিন্দ বন্দনা করত প্রণাম করিলেন. রাণী কন্যাকে ...প্রয়োগানন্তর তুহিতার সর্ব্বাঙ্গীন কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, মোহিনী বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন জননি আপন চরণ প্রসাদাৎ আমি সর্ব্ব প্রকারে কুশলী আছি। অনন্তর উভয়ে কিছু কাল নানা প্রকার কথোপকথন অন্তর রাণী প্রস্থান করিলেন।

পয়ার।

মোহিনীমন্দির হৈতে হইয়া বিদায়।
রাজার নিকটে রাণী দ্রুতগতি যায়॥

রাজীকে দেখিয়া রাজা সুমধুর ভাষে।
আগমন বিবরণ বিশেষ জিজ্ঞাসে॥
মোহিনী কহিছে শুন ওহে মহারাজ।
তোমার নিকটে মম আছে যেই কাজ॥
ঘরেতে যৌবনবতী পতিহীনা মেয়ে।
রাখ সে সন্ধান তার আঁখি দেখ চেয়ে॥
আজি আমি গিয়াছিনু মোহিনী আগারে।
যে সব লক্ষণ আমি দেখিলাম তারে॥
অঙ্কেতে রতির চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়।
বদন হয়েছে পাণ্ডু কত দিব লেখা॥
দর্শনে বুঝেছি আমি কন্যার আকার।
লক্ষণ হয়েছে তার গর্ভের সঞ্চার॥
কি আর কপালে বিধি কিবা ঘটাইল।
অকলঙ্ক কুলে বুঝি কলঙ্ক হইল॥
বিমল প্রতাপ শশী আছিল তোমার
কুলঙ্ক জলদে বুঝি করিল আন্ধার।
কুটনীর মুখেতে রাজা শুনি সমাচার
ভাবিয়ে ব্যাকুল চারি দিক অন্ধকার।

কাতরে কহেন রাজা মহিষী নিকটে।
এত কি কপালে মম এ কলঙ্ক ঘটে॥
খাইয়ে গরল কিম্বা বিষ করি পান।
নিশ্চয় মরিব আমি না রাখিব প্রাণ॥
জগতে উড়িবে মম কলঙ্ক পতাকা।
মরিলে পরাণে ইথে যাবে বল রাখা॥
বিনয়ে রাজার আগে কহিছেন রাণী।
শুন শুন মহারাজ শুন মোর বাণী॥
সন্ধান করিতে এবু হইবে বিশেষ।
রজনীযোগেতে আজি করা যাবে শেষ॥
ঘাটী দিয়া দেখা যাবে মোহিনীর ঘরে।
দেখি রজনীতে কিবা কাজ করে॥

গদ্য।

এইরূপে রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়ে মন্ত্রণাবদ্ধ হইয়া রজনী প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, ক্রমে যামিনী উপস্থিতা হইল। এদিকে মোহিনী

হইলেন, ভয়ে কলেবর কাঁপিতে লাগিল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! বিধাতা বুঝি এত দিনের পর নিশ্চিন্ত ঘটাইলেন, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কি উপায়ে প্রাণনাথের প্রাণ রক্ষা করিব। সাধুকুমারেরও ভয়ে হৃদয় বিশুষ্ক, ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কলেবর কম্পান্বিত হইতে লাগিল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন অদ্য আমার দুষ্কর্মের ফল ও তৎক্ষণাৎ [illegible] ফলিল। অনন্তর কবাটে করাঘাত পূর্ব্বক রাণী অনেকবার মোহিনীকে আহ্বান করিলেন কিন্তু [illegible] ক্রমেই দ্বার উন্মোচন করিলেন না। দেখিয়া রাজা ক্রোধে যেমন কবাটে পদাঘাত করিলেন অমনি দ্বার ভগ্ন হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ উভয়েই গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া রাজা দুরাত্ম বণিক্তনয়ের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সক্রোধ বচনে বলিতে লাগিলেন, রে দুরাত্মা পাপীয়ান্ — অদ্য তোমার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। এই বলিয়া সাধুকুমারকে বহির্ভাগে লইয়া গেলেন।

এদিকে রাণী মোহিনীকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

লঘুত্রিপদী।

ক্রোধে কহে রাণী, আলো ও পাপিনি,
কুলটা কুল নাশিনি।
পরপতি লয়ে, মোর ঘরে রয়ে,
সুখে বঞ্চিছ যামিনী॥
আপনি মজিলি, শত্রু হাসাইলি,
কুলে মাখাইয়া কালি।
[illegible], করিলে শ্রবণ,
[illegible] দিবে গালাগালি॥
[illegible] লো পাপিনি, করালসাপিনি,
কেন করিলি এ কাজ।
আমার এ ঘরে, আনিতে নাগরে,
না লাগিল তোরে লাজ॥
না মিলিল কড়ি, কিনিবারে দড়ি,
গলে দিয়ে মরিবারে।
বিষ করি পান, না ত্যজিলি প্রাণ;
না পশিলি বিষধরে॥

কুলে শীলে রাজা, ছিল মহাতেজ,
হেট [illegible] কার মাথা।
[illegible] দায়, তোর এত সুখ,
জানে কি কার বিধাতা।
মোর এই ঘরে, বায়ু না বিচারে,
হেন জন আছে আঁটা।
[illegible] দেব তাহারে, নাচাবি শিবারে,
কেমন বুকের পাটা।
যত সহচরী, দিবা বিভাবরী,
রহেত তোর নিকটে।
এ কাজ এ ঘরে, প্রাণে নাহি ডরে,
তারাই ঘটক বটে॥
থাকে যম পুরী, খেলে লুকাচুরী,
দেখিব কেমন তারা।
মাথা মুড়াইব, গাধা চড়াইব,
ধনে প্রাণে যাবে মারা॥
রাণী যত কহে, মৌনভাবে রহে,
অবাক হয়ে মোহিনী।
অতি ক্রোধ ভরে, আপনার ঘরে,
গমন করিল রাণী॥

পয়ার

এদিকেতে মহারাজ সাধুর তনয়ে।
বাহির মহল মধ্যে এসেছেন সয়ে॥
জিজ্ঞাসেন বেটা তোর দেহে পরিচয়
কিবা নাম কোথাধাম কাহার তনয়॥
কেমনে আইলি বেটা আমার আগারে
বিশেষিয়া বিবরণ বলরে আমারে॥
সাধুসুত বলে শুন শুন মহাশয়।
নামধাম কহিতে বাসনা নাহি হয়॥
সদাগর সুত আমি বাণিজ্য আশয়ে।
বাহির হইয়া ছিনু তরণী লইয়ে॥
নানাস্থানে ভ্রমি শেষে আইলাম হেথা
এই শুন মহারাজ আমার বারতা॥
রাজা বলে যদি তুই বাণিজ্য ব্যাপারী
কোথায় রাখিয়া আলি বাণিজ্যের তরী
সাধু সুত বলে শুন শুন নৃপমণি।
ঘাটেতে বন্ধন আছে বাণিজ্য তরণী॥
এইরূপে উভয়েতে হয় নানা কথা।
ক্রমে ক্রমে বিভাবরী হইল প্রভাত॥

প্রভাত হয়েছে দেখি দীনবন্ধু রায়।
সভার মাঝারে সাধু পুত্রে লয়ে যায়॥
পাত্র মিত্রে ডাকি কহে সভার গোচরে।
গত রজনীতে এক ধরিয়াছি চোরে॥
শীঘ্রগতি কোটালেরে ডাক দিয়া আন।
শ্মশানে লইয়া যেয়ে বধে এর প্রাণ॥

দীর্ঘত্রিপদী।

ধায় শত রাজপুত, যেন কৃতান্তের দূত,
কোটালেরে ডাকদিয়া আনে।
দ্রুতগতি ধেয়ে আসে, গললগ্নী কৃতবাসে,
সভায় নৃপতি সন্নিধানে॥
কহে করি যোড়কর, কেন কেন নরবর,
হুজুরে তলব গোলামের।
রাজা কন দুরাশয়, কথা কিছু ভালনয়,
তোর ভাগ্যে ঘটিয়াছে ফের॥
বসিয়া বেতন খাও, বারেক নাহি তাকাও,
কিবা হয় আমার সংসার।
থাকিতে কোটাল ঘরে, চোরে যেয়ে চুরি করে
এত অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার॥

ওরেরে পামরবেটা, দেখি তোরে রাখে কেটা,
ধর কাটি ভাসাইব জলে।
ওরে বেটা জুয়াচোর, মুড়াইব মাথা তোর,
সপুরী গাড়িব ভূমিতলে ॥
আমার ঘরেতে চুরি, পাঠাব শমন পুরী,
সমুচিত দণ্ড দিব তোর :
আপন কাজেতে মত্ত, নাহি লও মম তত্ত্ব,
বেকুফ বেইমান নিমক্‌খোর ॥
কান্দিয়া কোটাল কয়, শুন শুন মহাশয়,
দিন নিশি দিতেছি পাহারা।
কিছু নাহি অপরাধ, তবু দেখি পরমাদ,
বিনা দোষে যাই আমি মারা ॥
ক্ষম প্রভু অপরাধ, আমি তব খানাজাদ
এত রোষ কেন নিজ দাসে।
হাজির আছি বরাবর, আজ্ঞা কর নরবর,
যেবা হয় তব অভিলাষে ॥
কহিছেন নরপতি, ধর চোরে শীঘ্রগতি
লয়ে যাও দক্ষিণ মশান।
কাটিয়া ইহার শির, আনিয়া দেহ রুধির,
দেখিয়া সুস্থির করি প্রাণ ॥

গদ্য।

অনন্তর নৃপতির অনুমত্যানুসারে সাক্ষাৎ কালান্তকারী প্রহরীগণ সাধুকুমারকে হস্তে গলে বন্ধন পূর্ব্বক বধ্য বেশ ধারণ করাইয়া শ্মশানা ভিমুখে লইয়া চলিল। শ্রেষ্ঠিতনয় মনে মনে ভা বিতে লাগিলেন, অদ্য আমার স্বপ্ন দর্শন প্রত্য ক্ষ হইল। হায়! আমি সামান্য জন সুলভ মদ ন বিকারে বিকৃত হইয়া সর্ব্বস্ব ধন জীবন ধনে বঞ্চিত হইলাম। কি করি প্রাণ রক্ষার কোন উ পায় দেখিতেছি না, এক্ষণে গত্যন্তর রহিত। এই প্রকারে সাধুকুমার মরণ আশঙ্কায় শঙ্কিত হই য়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হওত প্রহরীগণের সম ভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে কতিপয় রাজকিঙ্করেরা ঘাটে চোরের বাণিজ্য তরণী বন্ধন আছে শুনিয়া তৎপ্রদেশে গমনপূ র্ব্বক সমুদায় রত্নাদি লুণ্ঠন করত তরণী জলমগ্ন করিল; এবং তরণীস্থ অন্যান্য লোকেরা দিগ দিগান্তে পলায়ন করিল। রাজবাটীতে চোর ধৃত হইয়াছে এবং তাহাকে বিনাশার্থ বধ্যভূমি তে লইয়া যাইতেছে, পুরবাসীগণ এই কিম্বদন্তি

শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া দর্শন লালসায় সক লেই রাজপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। নগর বাসিনী রমণীগণ এই জনশ্রুতি শ্রবণে দর্শনোৎ সুক হইয়া সকলে প্রাসাদোপরি আরোহণ পূর্ব্ব ক গবাক্ষদ্বার প্রদেশে মুখ প্রদান করত রাজপ থাবলোকন করিতে লাগিল। কামিনীগণ সদা- গর কুমারের কমনীয় কান্তি অবলোকনে মনেং ভাবিতে লাগিল, আহা! এপ্রকার সুকুমার সৌ ন্দর্য্যত কখন দেখি নাই, মহারাজা এতাদৃশ নি র্দয় যে যৎকিঞ্চিৎ অপহরণ করিয়াছে বলিয়া ইহার প্রাণ দণ্ড করিতেছেন। রমণীগণ এই প্র কারে নানা মত বিলাপ করিতে লাগিল।

পয়ার।

মোহনের রূপ হেরি পেয়ে মনস্তাপ।
পরস্পর রামাগণে করিছে বিলাপ॥
কেহ বলে আহা মরি কিবা রূপ ঠাম।
দেখিনি এমন কভু মূর্ত্তিমান কাম॥
কিছু মাত্র দয়া নাই নিষ্ঠুর রাজন।
কেমনে বধিতে বলে ইহার জীবন॥

তার রাম। বলে আহা কিবা মনোহর
রমণী রঞ্জন রূপ পরম সুন্দর ॥
ইচ্ছা করে রাজার গোচরে আমি যাই।
যে সেথা এজনের প্রাণ ভিক্ষা চাই ॥
কিঞ্চিৎ ধনের তরে বধে এর প্রাণ।
কেমন কঠিন রাজা হৃদয় পাষাণ ॥
প্রাচীনা রমণী যারা দেখিবারে পায়।
হেরিয়া সাধুর রূপ করে হায় হায় ॥
বলে আহা মরে যাই কাহার বাছনী।
কোথা যাইলি হেথা ছাড়িয়া জননী ॥
শুনিলে জননী তোর জীবন সংশয়।
বাঁচিবে পরাণে সেহ বিশ্বাস না হয় ॥
এইরূপে নারীগণ কাতর অন্তরে।
সাধুসুত জন্য নানা মত খেদ করে ॥
হেথায় সাধুর পুত্রে নৃপসেনা গণ।
শ্মশানভূমিতে লয়ে করিল গমন ॥
দুনয়নে মোহনের বহে শত ধার।
প্রাণ ভয়ে চারি দিক দেখে অন্ধকার ॥
কাতর হইয়া সাধু ভাবে মনে মনে।
বিদেশে বিপাকে পড়ে মরিলাম প্রাণে।

কোথা মাতা কোথা পিতা কোথা ভাই বন্ধু।
কেমনে তরিব আমি শঙ্কটের সিন্ধু ॥
আপন কুকর্ম্ম ফলে ঠেকিলাম দায়।
এই বলি সাধুসুত কান্দে উভরায় ॥
কাতরে কান্দিয়া কহে কোটাল নিকটে।
কৃপা করি রক্ষা কর আমারে শঙ্কটে ॥
প্রাণ লয়ে আপনার দেশে চলে যাই।
কাতরে তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই ॥
কোটাল কহিছে শুন বচন আমার।
কেমনে জীবন আমি বাঁচাই তোমার ॥
আদেশ করেছে রাজা বধিতে তোমায়
আমা হতে কিরূপেতে এড়াইবে দায় ॥
এত শুনি সাধু যদি কান্দিতে লাগিল।
দেখিয়া তাহার মনে দয়া উপজিল ॥
ধীরে ধীরে কোটাল সাধুর সুতে কয়
একই উপায়ে তব প্রাণ রক্ষা হয় ॥
ছাড়িলে তিলার্দ্ধ আর হেথা নাহি রবে।
টের পেলে নরবর বিপরীত হবে ॥
কাটিয়া পশুর রক্ত দেখাব রাজায়।
এই সে উপায়ে প্রাণ রক্ষা করা যায় ॥

শুনিয়া সাধুর সুত আশ্বাসিত মন।
ছাড়িয়া শ্মশান ভূমি করে পলায়ন॥
কাটিয়া পশুর মাথা লইয়া রুধির।
সহাগণে রাজারে দেখায়ে করে স্থির॥

গদ্য।

এদিকে নৃপনন্দিনী মোহিনী অন্তঃপুর মধ্যে শ্রেষ্ঠিতনয়ের দুর্দ্দশা বাক্য শ্রবণে শোকসাগরে নিমগ্ন হওত নানা বিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; হে জীবিত নাথ! আমি নিতান্ত ত্বদেক চিন্তা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, আহা! আমিই কালসর্পিণী সদৃশা তোমার বিনাশের কারণ হইয়াছিলাম, নতুবা কি নিমিত্ত তোমাকে অনুরাগ পাশে বদ্ধ করিয়া এস্থানে আনয়ন করিলাম, আহা! আমার নিমিত্ত তোমার প্রাণদণ্ড হইল এখনও আমি জীবিত আছি, আমার তুল্য দুষ্কৃত কারিণী পিশাচিনী এই অবনীতলে আর কেহই নাই। হে জীবিতেশ্বর! অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, এইক্ষণে ত্বদীয় জল

চিতালিঙ্গন ব্যতিরেকে আমার শীতল হইবার আর শরণান্তর নাই। হা বিধাত! তোমার হৃদয় কি পাষাণময়? দয়ার লেশ নাই? অধর্ম্মের ভয় নাই? আমি তোমার নিকটে কি এত অপরাধিনী ছিলাম, যে তুমি আমাকে আজন্মকাল পর্য্যন্ত বারম্বার মরণাধিক যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিতেছ? প্রাণনাথ প্রাণত্যাগ করিলেন অতএব আমিও প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কুলের কলঙ্ক প্রক্ষালন করিব। রে নির্লজ্জ নৃশংস প্রাণ! প্রাণনাথ প্রাণ পরিহার করিলেন, তুমি এখনও সুখে দেহভ্যন্তরে বাস করিতেছ; নৃপতনয়া এইরূপে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

এইরূপে নৃপসুতা, ক্ষণে মূর্চ্ছা অভিভূতা,
ক্ষণে হয় চৈতন্য উদয়।
শিরে করে করাঘাত, বলে কোথা প্রাণনাথ,
তোমা বিনা জীবন সংশয়॥
আমি পরম পাপিনী, হয়ে কালস্বরূপিণী,
বধিলাম জীবন তোমার।

অবনীতে আমা সম. অভাগিনী অতি কম,
হায় হায় কি হলো আমার ॥
তব বিরহ অনলে, হিয়া মোর গেল জ্বলে,
কোথা রৈলে ওহে প্রাণনাথ।
ডুবালে দুঃখের নীরে, হানিলে দাসীর শিরে,
দারুণ বিচ্ছেদ বজ্রাঘাত।
কোথা গেলে দিয়ে ফাঁকী, অধিনীরে লহ ডাকি,
প্রাণপাখী উড়ু উড়ু করে।
না হেরে তোমার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
ইচ্ছা করি ধরি বিষধরে ॥
হায়রে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
তব সঙ্গে ছিল এত বাদ।
জনম অবধি মোরে, ফেলিছ দুঃখ সাগরে,
সাধে সাধে সাধিছ বিষাদ ॥
ওরেরে নির্লাজ প্রাণ, তুইত অতি পাষাণ,
কি সুখে দেহেতে কর বাস।
এতেক যাতনা পাও, তবু না ছাড়িতে চাও,
এখনো পূরেনি অভিলাষ ॥
প্রাণনাথ ছাড়ি গেল, আমার মরণ ভাল,
এ পাপ জীবনে কায নাই।

প্রাণ মোরে ছাড়ি দেহ, শীঘ্র যাও ছাড়ি দেহ

প্রাণাধিক আছেন যে ঠাঁই॥

কুলেতে দিলাম কালি, বংশে রাখিলাম গালি

যা হবার হলো একে একে।

মরণ মঙ্গল এবে, কেন মিছা মরি ভেবে,

কি কায জীবন আর রেখে॥

গদ্য।

অনন্তর নৃপদুহিতা জীবন পরিত্যাগে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া হস্তস্থিত হীরক নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়কে সচেতন বোধে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে অঙ্গুরীয়, তুমি আমার অঙ্গুলিকে সংশ্লেষিত থাকিয়া যথা সাধ্য মদীয় সৌন্দর্য্যের সহায়তা করিয়াছ বটে কিন্তু এইক্ষণে প্রাণনাথের বিরহবিকারে আমার প্রাণ বিগতপ্রায় হইয়াছে, বিকার ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিষপান বিধি আছে, অতএব তুমি আমার বিরহ সন্তাপ শান্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য কর। এই বলিয়া গর্ভস্থিত সন্তানকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, রে দুর্ভাগ্য সন্তান! তুমি কি নিমিত্ত

এই পাপিনীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলে! তুমি সুখে জরায়ু শয্যায় শয়নে রহিয়াছ, আসন্ন বিপদ্ বিষয়ে কিছুই অবগত নহ, আহা! যে জননী তোমাকে স্তন ক্ষীর প্রদানপূর্ব্বক স্নেহে প্রতিপালন করিবে, সেই পাপিয়সী দুশ্চারিণী তোমাকে বিষ প্রদান করিতেছে, তুমি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছ না। হায়! আমার তুল্য নৃশংসা রাক্ষসী কি আর কেহ আছে? আমার নিমিত্তই একজন অপরিচিত বিদেশীয়ের প্রাণ বিনষ্ট হইল, আমার নিমিত্তই প্রখর তপন তুল্য দোষস্পর্শশূন্য অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইল, আমি স্বয়ং আত্মঘাতিনী হইলাম, আবার গর্ভ মধ্যে কোন কোন্ দুর্ভাগার জীবন সঞ্চার হইয়াছে তাহাকেও বিনষ্ট করিলাম। আমি পিতা মাতার এক মাত্র অপত্য জানি না আমার দেহান্তে তাঁহারাই বা কি করিবেন। আমার এই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, মরণান্তে কোন্ নরকে বাস করিব এইক্ষণে ভাবিয়া পাইতেছি না। যাহা হউক প্রাণ পরিত্যাগ দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করা আমার পক্ষে সর্ব্বতো মুখী শ্রে-

য়সী। এই প্রকারে রাজকন্যা নানা বিধ নির্ব্বেদ প্রকাশ করত হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় মুখ মধ্যে প্রদান করিলেন। অনন্তর বিষ প্রভাবে ক্রমেক্রমে মোহিনীর দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল, মৃত্যু সময় সমাগত দেখিয়া বাষ্প বিগলিত লোচনে সকতর স্বরে মোহিনী স্বীয় জনক জননীকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ হে তাতঃ যে দুর্ব্বিনীত, অধর্ম্মাচারিণী কর্ত্তৃক তোমাদিগের নানা প্রকার অবমাননা হইয়াছে, সেই পাপিয়সী প্রাণত্যাগ দ্বারা কুলের কলঙ্ক নিবারণ করিতেছে আসিয়া অবলোকন কর। এই সময়ে একবার আমার সম্মুখে আইস, আমি তোমাদিগের মুখাবলোকন পূর্ব্বক জন্মের মত বিদায় হই। এই বলিয়া মোহিনী রোদন করিতে লাগিলেন।

পয়ার।

মোহিনী খেয়েছে বিষ শুনি রাজরানী।
দ্রুতগতি ধেয়ে আসে যেন উন্মাদিনী॥

খসিত কবরী দাম এলায়েছে কেশ।
নয়নে বহিছে বারি পাগলের বেশ॥
সত্বরে আসিয়া রাণী দেখিল নয়নে।
মূর্চ্ছিতা মোহিনী পড়িয়া ধরাসনে॥
নরণ নেয়েছে কালি চলুক আঁখি।
বদনে উঠিছে ফেন শুষ্ক থাকি থাকি॥
দেখিয়া রাণীর বহে বারী দুনয়নে।
মোহিনীর বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বারে বারে ডাকি রাণী জিজ্ঞাসে বারতা।
শ্বাসেতে উঠেছে প্রাণ কে কহিবে কথা॥
নানা রূপে ডাকে রাণী উত্তর না পায়।
রাজার নিকটে তবে বলিয়া পাঠায়॥
সংবাদ শুনিয়া রাজা অন্তঃপুরে আসে।
দেখিয়া মোহিনী রূপ আঁখি নীরে ভাসে॥
বৈদ্য সত্বরে আনিয়া এক জন।
নানা মতে প্রতীকার দেখিল রাজন॥
কোন রূপে বাঁচাইতে না পারিল তায়।
[illegible] মুগ্ধ সবে কান্দে হায় হায়॥

গদ্য।

অনন্তর বিবিধ প্রকারে প্রতীকার চেষ্টাক রিয়াও কোন প্রকারে মোহিনীর প্রাণ রক্ষা হ ইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার দেহ মন্দির হই তে প্রাণ বায়ু প্রয়াণ করিল। রাণী কন্যা শোকে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া নানা প্রকার বি লাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রাজাও অপত্য মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগি লেন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজা রোদ নে ক্লান্ত হইয়া উপরত কন্যার মৃতদেহ লইয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন পূর্ব্বক শোকার্ত্ত অন্তরে সভায় প্রস্থান করিলেন।

লঘুত্রিপদী।

সাধুর সন্তান, পায়ে প্রাণদান,
পলাইয়া চলে দেশে।
যে দেশেতে যায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
দীন দরিদ্রের বেশে॥
সঙ্গে নাহি কেহ, জীর্ণতম দেহ,
খণ্ডবস্ত্র পরিধান।

তৈল বিনা গায়, ধূলা উড়ে যায়,
ভ্রমিতেছে নানা স্থান॥
কিছু দিন পরে, আপন নগরে,
উপনীত সাধু হয়।
দীন হীন বেশে, ক্রমেতে প্রবেশে,
আসি আপন আলয়॥
দেখে বাপ মায়, জীর্ণতম কায়,
কান্দিছে বসি দুজন।
পাগলের প্রায়, করে হায় হায়,
মুদিয়া দুটী নয়ন॥
বলে কোথা রৈলি, পরাণ পুতলি,
দেরে আসি দরশন।
না হেরে তোমায়, হিয়া জ্বলে যায়,
কোথা গেলি বাছাধন॥
বাণিজ্যেতে গেলি, ফিরে না আইলি,
না লিখিলি কোন পাতি।
কান্দি বাপ মায়, রহিলি কোথায়,
বিদরিয়া গেল ছাতি॥
এই রূপ দোঁহে, পুত্রের বিরহে,
ভাসিছে নয়ন নীরে।

সাধু হেনকালে, আসি পদতলে,
প্রণমিল ধীরে ধীরে ॥

গদ্য।

অনন্তর সদাগরনন্দন জনক জননীর নিক টবর্ত্তী হইয়া তাঁহারদিগের চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক প্রণাম করিলে তাঁহারা অকস্মাৎ অসম্ভাবিত পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অপার আনন্দ নীরে নি মগ্ন হইলেন। নয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, শোকবিহ্বলা পুত্রবৎসলা শ্রেষ্ঠিভার্য্যা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করত স্নেহ গদ্গদ বচনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস কি নিমিত্ত তোমার এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিতেছি বল বল তোমার কি বিপদ ঘটিয়াছিল; শ্রেষ্ঠি কুমার কহিতে লাগিলেন, জননি দুর্দ্দশার কথা কি কহিব। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তস্করেরা আমার বাণিজ্যতরী আক্রমণ করত সমগ্র দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়াছে, তরণীস্থ নাবিক এবং অন্যান্য লোকেরা জীবিত আছে কি প্রাণহত হইয়াছে তাহার কিছুই জানিনা, আমি নিঃসম্বল

হইয়া নগরের ভিক্ষা করিয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম। শ্রেষ্ঠিনী এতাবৎ শ্রবণে কহিতে লাগিলেন বৎস! ধনের জন্য চিন্তা নাই, আমি যে তোমাকে পাইলাম এই আমার পরম লাভ। অনন্তর সাধুপুত্র ক্ষৌর সংস্কার এবং নূতন বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক পান ভোজনাদি করিলেন। শ্রেষ্ঠি এবং শ্রেষ্ঠি পত্নীর পুত্রমুখ নিরীক্ষণে সর্ব্ব দুঃখ দূর হইল, সাধুপুত্রও নিরুদ্বেগে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

কামরিপু বর্ণন।

গদ্য।

দুরন্ত কামরিপুর কি ভয়ঙ্কর শাসন, সংসারের প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যই এই দুর্জ্জয় রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কত কত জন কামের কুটিল কুহকে পতিত হইয়া সর্ব্বস্ব ধন জীবন ধনে বঞ্চিত হই

তেছে। আহা! কামুকজন সম্মুখে নবীনা ল-
নার নীলনলিনী নেত্রান্তঃপাতি কি বজ্রাঘাত
সম, দেখ প্রহরীকুল পরিবেষ্টিত পরিপাটী বাটী
জলান্তর্গত মধ; হইতে যদি মনোহারিণী কামি
নীকে কোন দিক্ নিরীক্ষণে চিত্তার্পণ করিতে
দেখে, তবে অমনি সেই মিথ্যা দৃষ্টির বশীভূত
হইয়া নয়নকে তৎপথের পথিক করত তৎ
পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অপার দুর্দ্দশা সাগরে
অবগাহন করে : আহা ! এই জঘন্যাগ্রগণ্য
রিপু কর্ত্তৃক মানবগণের যে কত অনিষ্টাপাত
হইতেছে তাহা লিখিতে হইলে, কাষ্ঠের লে-
নীও করুণা রসে আর্দ্র হইয়া মসীপাত্রে
অশ্রুপাত করিতে থাকে দেহনাশ, [illegible]
ক্ষয়, আয়ুক্ষয় ইত্যাদি অমঙ্গল [illegible]
হইয়াছে, কেবল একমাত্র কামই তা[illegible]
হেতুভূত। যখন কাম মূর্ত্তিমান হইয়া [illegible], নব
গণের হৃদয় মন্দিরে আবির্ভূত হয়, তখন পরম
প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় নানা বিধ আশা ভরসা প্র
দান করে, কিন্তু প্রতিফল ভোগ কালে একেবারে
[illegible]

রোভাপে তাপিত হইয়া তৃষ্ণাকুল মৃগকুল জল ভ্রমে মরীচিকাভিমুখে ধাবিত হইয়া পরে পরিতাপিত হয়, তাদৃশ কামাসক্ত ব্যক্তিগণ কল ঙ্ককে অলঙ্কার জ্ঞান করত অহরহ সুখভ্রমে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হয়। দেখ কাম কর্ত্তৃক অপয শকে কে না পাইয়াছে, চতুরানন ব্রহ্মা স্বীয় দুহিতা সন্ধ্যা প্রতি কামভাবে ধাবিত হইয়া সদা শিব কর্ত্তৃক কি পর্য্যন্ত অপমানিত না হইয়াছেন, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমপত্নী প্রতি উপগত হওয়ায় দেব সমাজে কি পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত না হইয়াছেন, রত্নাকরোদ্ভব মানবগণ দুর্লভ কুমুদিনীবল্লভ মহাকাশ ভালপরিস্থিত চন্দ্রমা কাম কর্ত্তৃক বৃন্দারক বৃন্দ সমাজে কি অপবাদিত হইয়াছেন, পরম শৈব শিরোমণি জয়ন্ত নগরাধিপতি যে বানরাজা তাঁহার তনয়া উষা সতীর প্রীতে অনুরক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া কারাগারে ছিলেন, প্রবল বলশালী কীচক কামানুরাগে ভীম কর্ত্তৃক কুষ্মাণ্ডাকৃতি হইয়া কৃতান্তালয়ে গমন করিয়াছেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভারত্ন মহাকবি

কালিদাস কাম প্রবলতা প্রযুক্ত স্বৈরিণী কর্তৃক বিগত প্রাণ হইয়াছেন, এইরূপ কেহবা ধনে কেহবা মানে, কেহবা প্রাণে, স্থানেস্থানে নিয়ত অপরিমিত কামেন্দ্রিয় সেবন প্রযুক্ত বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব যথা সাধ্য এতাদৃশ প্রবল শত্রুকে দমন করিতে চেষ্টা করা সকলেরই আবশ্যক. যদি বল ইহাকে কি প্রকারে দমন করা যায়, তাহার বিলক্ষণ উপায় আছে, সদা সুধীগণ সহ সদালাপ ও সৎসংসর্গ করিলে কখনই মনোমধ্যে এই সকল দুষ্প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইতে পারে না, সুতরাং কামাদি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিরাকৃত হইয়া যায়। এস্থলে ইহাও মদীয় বক্তব্য যে যখন উল্লেখিত রিপু জগদীশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সেস্থলে উহাকে একেবারে পরিত্যাগ করাও তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তবে উহাকে ব্যবহার করিবার বিলক্ষণ উপযোগিতা এই মাত্র দৃষ্ট হইতেছে যে, জগদীশ্বর প্রবাহ রক্ষার নিমিত্ত মানবগণকে কাম রিপু প্রদান করিয়াছেন, অতএব পরকীয়া রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ

প্রকাশিলে লোকত হস্তত উভয়কুলই দৃষ্টির থাকে। যাদৃশ ঘোরতর তমসাবৃতা যামিনীতে কোন অনাবৃত স্থানে দীপশিখা প্রজ্বলিত হইলে, প্রদীপ পতঙ্গগণ একই সহজে দেহ দান করত দগ্ধীভূত হয়। তাদৃশ মানবগণের অন্তর প্রান্তরে নিষ্কাম স্বরূপ নির্ম্মলজ্ঞান বহ্নি জাজ্বল্যমান হইলে সাংসারিক সমুদায় দুঃখ তন্মধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়, তখন সুখের আর সীমা থাকেনা।

হে মন! তুমি আমার দেহরাজ্যের রাজেশ্বর, কামাদি প্রবল শত্রুকে দমন করিতে যথাসাধ্য যত্নবান হও। অকিঞ্চিৎকর বাসনাদির বশীভূত হইয়া পরমায়ুরূপ যামিনীকে বৃথা ক্ষেপণ করিও না, তুমি জাননা যে ইহাতে কত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যখন দেখিবে দুর্দ্দান্ত কাম মদনে সবলে তোমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন পরব্রহ্ম স্বরূপ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক দুরাত্মার মস্তক ছেদন করিও যে ইহলোকে জিতেন্দ্রিয় নামে বিখ্যাত হইবে, এবং অন্তে পরম রমণীয় নগরীর গোপুর তোমার নিমিত্ত অনাবৃত থাকিবে।

আত্ম উপদেশ।

লঘু ত্রিপদী।

দেখ মনঃ, তুমি কোনজন,
কোথা হৈতে কোথা এলে।
এই হে সুন্দর, দিব্য কলেবর,
কোনজন হৈতে পেলে॥
কিবা অভিলাষে, পরিজন পাশে,
আছ হয়ে অনুরাগী।
মম ধন জন, বলি অনুক্ষণ,
ভ্রমিতেছ কিবা লাগি॥
কোন ধন জন্যে, এভব অরণ্যে,
সদা কর অন্বেষণ।
কে হয় আপন, সুখ আলাপন,
কার সঙ্গে কি কারণ॥
কেহ কারু নয়, সব মিথ্যাময়,
এই অসার সংসারে।
পরিবার আদি, পরিণাম বাদী,
আমার বলিছ যারে॥
হেরি যার মুখ, শান্তি সব দুঃখ,
প্রাণাধিক যে তনয়

সেই পদ্মাসনে, বসি কুতূহলে,
প্রাণ ভোরে মধু খাও।
মধ্যে মধ্যে অলি, গুণ গুঞ্জরলি,
নির্গুণের গুণ গাও॥
নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ,
কর তাঁর গুণালাপ।
তিনি মাত্র সার, যত দেখ আর,
সকলি যেন প্রলাপ॥
দেখ মন দেখ, সাবধানে থাক,
সত্য প্রতি রেখ মন।
সত্যকথা বল, সত্যপথে চল,
সত্যের লহ শরণ॥
ত্যজ খল সঙ্গ, ভজ সাধুসঙ্গ,
ভাব কি হইবে পরে।
বিষয়ের ফাঁদে, বাসনার বশে,
শেষে কিবা কাজ করে॥
কামাদি ছজন, বড়ই কুজন,
সতত রাখিবে বশে।
জিতেন্দ্রিয় হও, ধর্ম্মপথে রও,
জগত পূরিবে যশে॥

সংপূর্ণ।